দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ OCT. 29 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

# এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের হয়রা
# বন্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে
# আরোপিত শর্ত শিথিল করা হে

বেসরকারি শিক্ষকদের পেশাগত ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে কিছু কালো
আরোপিত হয়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- উচ্চতর পদে একাধিক তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৩০% মহিলা কোটা পূরণ ছাড়া অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ো
- বিদ্যালয়সংক্রান্ত কাগজপত্র সম্পূর্ণ করা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনে অথবা উচ্চ

নিয়োগ পেলে নতুন নিয়োগ হিসেবে গণ্য করা।

উল্লিখিত কালাকানুন কর্মরত শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত অসম্মা
অভিজ্ঞতার চরম অবহেলা। যে কোনো পেশার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার
নেই। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে উল্লিখিত কালো আইনসমূহ অভিজ্ঞ শিক্ষ
অবমূল্যায়ন করছে। আইনসমূহ বিদ্যমান থাকায় অভিজ্ঞ শিক্ষক
হারাবার ভয়ে স্ব স্ব বিদ্যালয় ত্যাগ করে উচ্চতর পদে ও অন্য বি
যেতে আগ্রহী হচ্ছেন না। ফলে বিশেষ করে গ্রামীণ মাধ্যমিক বি
সহকারী প্রধানশিক্ষক ও প্রধানশিক্ষক পদসমূহ শূন্য হলেও সে স্
ও প্রশাসনিক দক্ষ সহকারী প্রধানশিক্ষক ও প্রধানশিক্ষক নিয়োগ
হয়ে পড়ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৪/৫ বার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দে
উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যাল
ধরে ঐপদসমূহ শূন্য থেকে যাচ্ছে এবং প্রশাসনিক শূন্যতার কার
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মান নিম্নমুখী হচ্ছে। এখন থেকে দে
আগে গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্নাতক পাস ব্যক্তিকে অনেক
করে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হতো, সেই সময় আগে যদি
থাকতো তবে তাদের অনেকেই শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বে
এমতাবস্থায় শিক্ষার কল্যাণে ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের যথাযথ মূল্য
এমপিওভুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সকল শর্ত শিথিল করে
হয়রানি বন্ধ ও যথাযথ মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. ওয়াহিদ সেলিম